গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৩ অধিশাখা

তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৩ খ্রিঃ

নং মপ্রাম/ম-৩(জাঃ মঃ পুঃ)-২/২০০৮/২৮৯

বিষয়ঃ "জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি (সংশোধিত-২০১৩)" প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের লক্ষ্যে গত ০৯/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এবং "জাতীয় মৎস্য পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন ফর্ম" এর মূল অংশের সাথে অনুমোদিত অংশ সংযোজন করে চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত "জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি (সংশোধিত-২০১৩)" পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(এ এম সাইফুল হাসান)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৬৩৫৬

বিতরণ ঃ কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি, ৪-৫ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৬। প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)।
৭। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। যুগ্ম-সচিব (মৎস্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। অফিস কপি।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে পুরস্কার প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি (সংশোধিত-২০১৩)

১. ভূমিকা

মাছ আমাদের আমিষজাতীয় খাদ্যের অন্যতম উৎস। আমাদের খাদ্য তালিকায় ভাতের পরেই মাছের স্থান। আমরা যে পরিমাণ প্রাণীজ আমিষ গ্রহণ করি তার প্রায় শতকরা ষাট ভাগ আসে মাছ থেকে। এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিপুল জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনে, কর্মসংস্থানে, প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য উপ-খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় আয়ের শতকরা ৪.৪৪ ভাগ এবং রপ্তানী আয়ের শতকরা ৩.০০ ভাগ আসে মৎস্যসম্পদ থেকে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ লোকের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ওপর নির্ভরশীল। জলাভূমির সুপরিকল্পিত ব্যবহার, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য চাষের প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা এবং ব্যক্তি বিশেষের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। প্রতি বছর মৎস্য পক্ষ বা মৎস্য সপ্তাহ পালনের সময় স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের রীতি চালু রয়েছে। মৎস্য পক্ষ বা মৎস্য সপ্তাহ পালিত না হলেও পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রমটি চালু রাখা আবশ্যক।

নীতিমালা ঃ

১.১ পুরস্কারের শিরোনাম ঃ এই পুরস্কার "জাতীয় মৎস্য পুরস্কার" নামে অভিহিত হবে।

২. পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যসমূহ

২.১ মৎস্য ও চিংড়ি চাষি সমিতি (রেণু, পোনা, চিংড়ি পি.এল, মাছ ও চিংড়ি চাষ), সমবায় সমিতি, সমাজকল্যাণ যুব সংগঠন, ক্লাব প্রভৃতি সংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পাদিত মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এবং উহার সাফল্যের নিরিখে প্রতিযোগিতামূলক বাছাইয়ের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান।

২.২ সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/এনজিও/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি প্রদান।

২.৩ বেসরকারি উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াকরণ কারখানা/রপ্তানিকারক/প্রযুক্তি উদ্ভাবক/চিংড়ি হ্যাচারি/নার্সারি ব্যবস্থাপক/চিংড়ি চাষি/মৎস্য চাষি/মৎস্য হ্যাচারি/নার্সারি/হিমাগার মালিকদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান।

২.৪ সামগ্রিকভাবে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত বিজ্ঞানী/শিক্ষক/প্রশিক্ষক/মৎস্যচাষি/চিংড়ি চাষি/উদ্যোক্তা/মৎস্যজীবিদের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা।

২.৫ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণমাধ্যম যথা- টিভি, রেডিও এবং খবরের কাগজসমূহের প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি প্রদান।

৩. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

"জাতীয় মৎস্য পুরস্কার" উপলক্ষে প্রাথমিকভাবে পুরস্কার প্রদানের জন্য চিহ্নিত ১২ (বার) টি ক্ষেত্র নিম্নরূপঃ

১. গুণগতমানের মাছের রেণু উৎপাদন
২. গুণগতমানের মাছের পোনা উৎপাদন
৩. মাছ উৎপাদন
৪. গলদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন
৫. বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন
৬. গলদা চিংড়ি উৎপাদন
৭. বাগদা চিংড়ি উৎপাদন
৮. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ
৯. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
১০. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান
১১. গুণগতমানের মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ
১২. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ

৪. পুরস্কার ধরণ ও সংখ্যা

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের জন্য ৫টি স্বর্ণ পদক ও ১৫টি রৌপ্য পদক প্রদান করা হবে। প্রান্তিক চাষি ও অনগ্রসর এলাকার মৎস্য চাষিগণকে উৎসাহিতকরণের নিমিত্ত মোট পুরস্কারের ২০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।

৪.১ পদকের শ্রেণী বিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়	পদকের নাম	প্রবর্তনের সন	মেডেল ও সনদপত্র
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় মৎস্য পুরস্কার	২০১০	(ক) ১/৮ তোলা স্বর্ণের (১৮ ক্যারেট) প্রলেপ দেওয়া স্বর্ণপদক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে, একটি সনদপত্র এবং নগদ ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে) (খ) ৫ তোলা ওজনের একটি রৌপ্যপদক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে, একটি সনদপত্র এবং নগদ ৩০০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা) (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৫. পুরস্কার প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদন্ড

"জাতীয় মৎস্য পুরস্কার" প্রদানের বিষয়ে প্রার্থী নির্বাচনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক মানদন্ড অনুসরণ করা হবে।

৫(ক). ক্ষেত্র-১ঃ গুণগতমানের মাছের রেণু উৎপাদন

১. (ক) প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা এবং জলায়তন (হেঃ)।
(খ) ব্রুড পুকুরের সংখ্যা (টি) ও জলায়তন (হেঃ)
২. প্রজনন কেন্দ্রের প্রতি বছরের সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি)। রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০০ কেজি ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩. উৎপাদন বছরে প্রজনন কাজে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ।
৪. নির্ধারিত বছরে মোট প্রজাতিওয়ারী উৎপাদন ও বিপণন (কেজি) এবং রেজিষ্ট্রারে সামগ্রিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।
৫. নির্ধারিত বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় (পরিচালনা ব্যয়সহ)/মোট আয়/নীট লাভ। প্রতি কেজি রেণুর প্রজাতিওয়ারী উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য।

৬. প্রজনন কেন্দ্রের মোট সার্বক্ষনিক, খন্ডকালীন জনবল, মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং মৎস্য বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত জনবল। কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে প্রজনন কেন্দ্রের অবদান (কর্ম দিবস/বৎসর)। সম্প্রসারণ কর্মকান্ড।

৭. উৎপাদিত রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ। এ ক্ষেত্রে রেণুর মান যাচাইয়ের জন্য রেণু গ্রহণকারী নার্সারি মালিকের পোনার উচচ ফলন, বেঁচে থাকার হার সরেজমিনে পরিদশনপূর্বক মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

৮. হ্যাচারি/খামারে মজুদকৃত ব্রুডের উৎসঃ প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি হতে সংগৃহীত উন্নতমানের ব্রুডর পরিমাণ এবং ব্যবস্থাপনা তথ্যাদি। রেণু উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড, মৎস্য অধিদপ্তরের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ব্রুড ব্যবহারকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন ।

৯. বিলুপ্ত প্রায় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোট মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কারের জন্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী প্রত্যয়ন পত্র দিবে এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে।

১১. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫(খ). ক্ষেত্র-২ঃ গুণগতমানের মাছের পোনা উৎপাদন

১. মাছের পোনা উৎপাদন খামারের আয়তন/পুকুরের জলায়তন/সংখ্যা

২. বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি সংখ্যা)

৩. গুণগতমানের রেণু ব্যবহার করতে হবে। রেণু সংগ্রহের উৎসঃ

(ক) প্রাকৃতিক- পরিমাণ (কেজি) এবং জলাশয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(খ) কৃত্রিম- পরিমাণ (কেজি) এবং হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

৪. দেশী / বিদেশী মাছের পোনা উৎপাদন (সংখ্যা)

বিলুপ্তপ্রায় এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদনে (শিং, কৈ, মাগুর, শোল, মেনি, পাবদা, চিতল ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা যেতে পারে।

৫. প্রতি কেজি/প্রতি হাজার পোনার উৎপাদন মূল্য এবং গড় বিক্রয় মূল্য (প্রতি হাজার/প্রতি কেজি)।

৬. প্রতি শতকে প্রতি ফসলে পোনা উৎপাদনের গড় সংখ্যা।

৭. সর্বমোট জনবল/খন্ডকালিন জনবল/সার্বক্ষনিক জনবলের সংখ্যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর)।

৮. রুইজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া) মাছের জন্য-

- বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদুর্ধ
- বার্ষিক উৎপাদন ৫ লক্ষ পোনা
- পোনার আকার ১০ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৯. তেলাপিয়া মাছের জন্য-

- খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদুর্ধ
- বার্ষিক উৎপাদন ০৫ (পাঁচ লক্ষ) পোনা/হেক্টর (২০২৪টি/শতক)
- পোনার আকার ৩ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

১০. কৈ মাছের জন্য-

- বার্ষিক উৎপাদন ০৫ (পাঁচ) লক্ষ পোনা/হেক্টর (২০২৪টি/শতক)
- পোনার আকার ২ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

১১. শিং-মাগুর মাছের জন্য-

- বার্ষিক উৎপাদন ঃ শিং-১৫ লক্ষ পোনা/হেক্টর (৬০৭২টি/শতক)
- পোনার আকার ঃ ২.৫ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

১২. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫(গ). ক্ষেত্র-৩ঃ মাছ উৎপাদন

১. খামারের আয়তন/পুকুরের সংখ্যা/পুকুরের জলায়তন।
২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎস।
৩. নির্ধারিত বৎসরের সর্বমোট উৎপাদন (মে. টন)।
৪. (ক) পোনা সংগ্রহের উৎস।
   (খ) মাছ চাষের ধরণ।
৫. প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন)।
৬. খামারের সর্বমোট ব্যয়/সর্বমোট আয়/নীট লাভ।
৭. প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয়/সর্বমোট আয়/নীট লাভ।
৮. খামারের সার্বক্ষনিক ও খন্ডকালিন জনবল। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর)।
৯. রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া) মাছের মিশ্রচাষে হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন ০৭ মেঃ টন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। পাঙ্গাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ মে.টন/হেক্টর, এবং শিং-মাগুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৭ মে.টন/হেক্টর ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
১০. মৌসুমী পুকুরে দেশী মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২.৫ টন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
১১. পরিবেশ সহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।
১২. মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫(ঘ). ক্ষেত্র-৪ঃ গলদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন

১. চিংড়ি হ্যাচারির অবকাঠামোগত তথ্যাদিঃ প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন/পুকুরের সংখ্যা/পুকুরের আয়তন ইত্যাদি।
২. প্রতি চক্রে গলদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট চক্র সংখ্যা।
৩. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ।
৪. নির্ধারিত বৎসরে মোট উৎপাদন/মোট বিক্রয়/মোট ব্যয়/মোট উৎপাদন ব্যয়/মোট আয়/নীট লাভ।
৫. প্রতি হাজার গলদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদনের ব্যয় এবং গড় বিক্রয় মূল্য।
৬. (ক) প্রজনন কেন্দ্রের সার্বক্ষনিক / খন্ডকালিন জনবল। (খ) কর্মসংস্থানে সৃষ্টিতে অবদান।
৭. বানিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরে ৫০ লক্ষ গলদা চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ২ লক্ষ গলদা পি.এল. উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
৮. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে পি.এল উৎপাদন।
৯. খামারে ব্যবহৃত প্রজননক্ষম চিংড়ির (বেরিড) উৎস। মোট বেরিড এর সংখ্যা ও ওজন। মাদার বেরিড গলদা হ্যাচারিতে মজুদের পূর্বে ভাইরাস মুক্তকরণ।
১০. খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।
১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দিতে হবে এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে।
১২. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫(ঙ). ক্ষেত্র-৫ঃ বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন

১. চিংড়ি হ্যাচারির অবকাঠামোগত তথ্যাদি ঃ প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন/পুকুরের সংখ্যা/পুকুরের জলায়তন ইত্যাদি।
২. LRT-তে লার্ভা মজুদ ক্ষমতাঃ প্রতি ১ কিউবিক মিটারে ন্যূনতম ১ লক্ষটি লার্ভা মজুদকরণ। LRT-র ন্যূনতম আয়তন হবে-৩ টন।
৩. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ।
৪. নির্ধারিত বৎসরে মোট উৎপাদন/মোট বিক্রয়/মোট ব্যয়/মোট উৎপাদন ব্যয়/মোট আয়/নীট লাভ ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।
৫. প্রতি হাজার বাগদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদনের ব্যয় এবং গড় বিক্রয় মূল্য।
৬. (ক) প্রজনন কেন্দ্রের সার্বক্ষনিক / খন্ডকালিন জনবল। (খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান।
৭. প্রতি বৎসরে ৩০ (ত্রিশ) কোটি বাগদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
৮. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে।
৯. খামারে ব্যবহৃত প্রজননক্ষম চিংড়ির (বেরিড) উৎস। মোট বেরিড এর সংখ্যা ও ওজন। PCR পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাদার বেরিড বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে ভাইরাসমুক্ত পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে।
১০. খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।
১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী প্রত্যয়ন পত্র দিবে এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে।
১২. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫(চ). ক্ষেত্র-৬ঃ গলদা চিংড়ি উৎপাদন

১. খামারের অবকাঠামোগত তথ্যাদি ঃ আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, জলায়তন এবং অন্যান্য তথ্যাদি।
২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ।
৩. প্রতি হেক্টরে প্রতি ফসলে উৎপাদন (মে. টন)।
৪. খামারের মোট বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়/আয়/নীট লাভ।
৫. প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন/উৎপাদন ব্যয়/মোট আয়/নীট লাভ।
৬. (ক) খামারের সার্বক্ষনিক / খন্ডকালিন জনবল। (খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসরে)।
৭. গলদা চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন বছরে দুই ফসলে হেক্টর প্রতি ১ টন বা ১০০০ কেজি ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সাথি ফসলের উৎপাদন উল্লেখ করতে হবে।
৮. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। গ্রোথ হরমোন/এন্টিবায়োটিক ব্যবহারকারী চাষিকে পরিহার করতে হবে।
৯. খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।
১০. খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে পরিশোধন বা অন্য উপায়ে পানি শোধন ব্যবস্থাপনা। পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন।
১১. উৎপাদিত পণ্য PCR পরীক্ষা করা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে।
১২. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
১৩. Traceability নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫ (ছ). ক্ষেত্র-৭ঃ বাগদা চিংড়ি উৎপাদন

১. খামারের অবকাঠামোগত তথ্যদি ঃ আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, জলায়তন এবং অন্যান্য তথ্যাদি।
২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ।
৩. বার্ষিক প্রকৃত উৎপাদন (মে. টন) ঃ চিংড়ি ও মাছ (যদি থাকে)।মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৪. প্রতি হেক্টরে প্রতি ফসলে উৎপাদন (মে. টন)।

৫. খামারের মোট বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়/আয়/নীট লাভ।
৬. Traceability নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. (ক) খামারের সার্বক্ষনিক/খন্ডকালিন জনবল।
(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসরে)।
৮. বাগদা চিংড়ি খামারের ক্ষেত্রে খামারের ন্যুনতম আয়তন ৫ (পাঁচ) হেক্টর বা তদুর্ধ।
৯. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। গ্রোথ হরমোন/এন্টিবায়োটিক ব্যবহারকারী চাষি পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।
১০. চিংড়ি পি.এল এর উৎস।
১১. খামারে ব্যবহৃত পানি নিস্কাশনের ক্ষেত্রে পরিশোধন বা অন্য উপায়ে পানি শোধন ব্যবস্থাপনা। পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন।
১২. খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।
১৩. প্রার্থী বাছাইকালে মজুদকৃত পোনার পিসিআর (PCR) পরীক্ষার প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
১৪. Traceabililty নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫(জ). ক্ষেত্র-৮ঃ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীকরণ

১. প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন)।
২. বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ও উৎস।
(ক) নির্ধারিত বৎসরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন)।
(খ) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ/ব্যয়/আয়/নীট লাভ।
৩. নির্ধারিত বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন)।
৪. প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ/ব্যয়/আয়/নিট লাভ।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান।
(ক) নির্ধারিত বৎসরে বার্ষিক রপ্তানী (মে. টন)।
(খ) নির্ধারিত বৎসরে রপ্তানী আয় (ইউএস ডলার)।
৬. (ক) প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষনিক/খন্ডকালিন জনবল।
(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর)।
৭. সংশ্লিষ্ট বৎসরে ১ম দশটি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার রপ্তানীর পরিমাণ পর্যালোচনা করা হবে।
৮. মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানী এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পুরস্কার প্রদানের মানদন্ড হিসাব বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক "মানসম্মত পণ্য" সম্পর্কে সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোন লটের প্রত্যাখানের জন্য অভিযোগ বা মামলা থাকলে বিবেচিত হবে না।
৯. (ক) হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কিনা।
(খ) ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলী মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে।
(গ) উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎস স্থল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
১০. আন্তর্জাতিক বিধি বিধান/নিয়মাবলী আবেদনকারী অবগত কিনা মূল্যায়ন।

৫(ঝ). ক্ষেত্র-৯ঃ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন

১. স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা নুন্যতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

২. ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান।

৩. পরিবেশের ওপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অনুসরনে ইতিবাচক প্রভাব

৪. প্রযুক্তি সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

৫. কর্মসংস্হান সৃষ্টিতে প্রযুক্তির অবদান

6. উচচ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিস্কার

৫(ঞ). ক্ষেত্র-১০ঃ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১. সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম

২. অর্জিত সাফল্যের বিবরণ

৩. অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ (তথ্য ও পরিসংখ্যানগত বিবরণসহ)

৫ (ট) ক্ষেত্র - ১১ ঃ গুণগতমানের মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান।

১. প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ/বাজারজাতকরণের ক্ষমতা (মে.টন)।

২. প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ/ব্যয়/আয়/নীট লাভ।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান।

(ক) নির্ধারিত বৎসরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন)।

(খ) নির্ধারিত বৎসরে মৎস্যখাদ্য বিক্রয় হতে আয় (টাকা)।

৪. (ক) প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক/খন্ডকালিন জনবল।

(খ)কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসরে)।

৫. মৎস্যখাদ্য আইন-২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা-২০১১ প্রতিপালন করে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে।

৬. মৎস্য খাদ্যে ব্যবহৃত উপাদানের নাম, শতকরা হার, ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে লেবেলে উল্লেখ করতে হবে।

৭. Traceability নীতিমালা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত উপকরণ নাম ও সংগ্রহের উৎস স্থলএর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক "মানসম্মত মৎস্যখাদ্য" তৈরি হয় মর্মে" সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র এবং এ্যান্টিবায়োটিক টেষ্ট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৮. মৎস্যখাদ্য আইন- ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১ ভঙ্গের অভিযোগ বা মামলা থাকলে আবেদন বিবেচিত হবে না।

৯. আন্তর্জাতিক বিধি বিধান/নিয়মাবলী আবেদনকারী অবগত কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৫ (ঠ) ক্ষেত্র-১২ঃ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান।

১. প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ/বাজারজাতকরণের ক্ষমতা (মে. টন)।

২. প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ/ব্যয়/আয়/নীট লাভ।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান।

(ক) নির্ধারিত বৎসরে বার্ষিক উৎপাদন (মে. টন)।

(খ) নির্ধারিত বৎসরে প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যপণ্য বিক্রয় হতে আয় (টাকা)।

৪. (ক) প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষনিক/খন্ডকালিন জনবল।

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর)।

৫. হ্যাসাপ নীতিমালা, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা এবং নিরাপদ মৎস্যপণ্যের নিশ্চয়তা বিধানে প্রচলিত আইনসমূহ প্রতিপালন করে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে সত্যতা যাচাই করতে হবে।
৬. প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য পণ্য ব্যবহৃত উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎস স্থল এর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক "মানসম্মত পণ্য" সম্পর্কে সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন লটের প্রত্যাখানের জন্য অভিযোগ বা মামলা থাকলে আবেদন বিবেচিত হবে না।
৮. মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা সহ অন্য যে কোন আইন ভঙ্গের অভিযোগ বা মামলা থাকলে আবেদন বিবেচিত হবে না।
৯. আন্তর্জাতিক বিধি বিধান/নিয়মাবলী আবেদনকারী অবগত কিনা তা মূল্যায়ন।

৬. পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা

(ক) বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় মৎস্য বিষয়ক কোন নব প্রযুক্তি বা উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চাষি/সংস্থাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। বিষয়াবলী সর্বজনবিদিত এবং সাধারণ্যে অবগত থাকতে হবে। বিশেষ অবদান ব্যতীত পুরস্কার এর জন্য বিবেচনায় আনা হবে না। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি যাঁরা মৎস্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন কিন্তু আবেদন দাখিল করেন না। সে ক্ষেত্রে আবেদন ছাড়াও তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।

(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পুরস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

(গ) একই প্রযুক্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে ঐ একই প্রযুক্তিতে তাঁকে আর পুরস্কৃত করা হবে না।

(ঘ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বৎসরে একের অধিক বিষয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন না।

(ঙ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ রপ্তানীকৃত পণ্যের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তিনি মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না।

(চ) হ্যাচারি রেজিস্ট্রেশন ব্যতিত গুণগতমানের মাছের পোনা উৎপাদন, গলদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন, বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন, গুণগতমানের মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন আবেদন পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেনা।

(ছ) উপজেলা কমিটি প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদির যথার্থতা পরীক্ষা করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অনুমোদিত মানদন্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে পুরস্কারের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৭. পুরস্কারের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কমিটি

উপজেলা ও জেলা কমিটি এবং কারিগরী/বাছাই কমিটি পুরস্কারের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করবে।

৭.১ উপজেলা কমিটি ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)		
(ক)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট)	প্রধান উপদেষ্টা
(খ)	উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(গ)	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়	উপদেষ্টা
(ঘ)	পৌরসভার মেয়র	উপদেষ্টা
(ঙ)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
(চ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ছ)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(জ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(ঞ)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(ট)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(ঠ)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ড)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
(ঢ)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
(ণ)	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৭.২ জেলা কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)		
(ক)	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র /পৌরসভার মেয়র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	উপদেষ্টা
(খ)	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩টি পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য)/ জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(গ)	জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি (পার্বত্য জেলা সমূহের জন্য)	সদস্য
(ঘ)	উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(ঙ)	উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	সদস্য
(চ)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(ছ)	উপপরিচালক (পল্লী উন্নয়ন)	সদস্য
(জ)	উপপরিচালক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)	সদস্য
(ঝ)	উপপরিচালক (যুব উন্নয়ন)	সদস্য
(ঞ)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(ট)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঠ)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
(ড)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৭.৩ কারিগরী কমিটি/বাছাই কমিটি		
(ক)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সভাপতি
(খ)	সদস্য পরিচালক (মৎস্য) বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
(গ)	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
(ঘ)	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
(ঙ)	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	সদস্য
(চ)	পরিচালক (সামুদ্রিক)	সদস্য
(ছ)	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)	সদস্য
(জ)	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎসা সম্পদ জরিপ)	সদস্য
(ঝ)	পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
(ঞ)	পরিচালক, বি.এফ.ডি.সি.	সদস্য

(ট)	ডীন ফিশারীজ ফ্যাকাল্টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
(ঠ)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপ-সচিব	সদস্য
(ড)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন উপপরিচালক	সদস্য
(ঢ)	একজন প্রতিথযশা মৎস্য বিজ্ঞানী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত।	সদস্য
(ন)	উপ-পরিচালক (এ্যাকোয়াকালচার)	সদস্য সচিব

৭.৪ জাতীয় কমিটি		
(ক)	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(খ)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
(ঘ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	সদস্য
(ঙ)	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ)	যুগ্ম সচিব (কৃষি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ছ)	যুগ্ম সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
(জ)	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি	সদস্য
(ঝ)	একজন প্রতিথযশা মৎস্য বিজ্ঞানী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
(ঞ)	যুগ্ম সচিব (মৎস্য)	সদস্য সচিব

৮. পুরস্কারের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা

(ক) উপজেলা কমিটি ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জেলা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

(খ) জেলা কমিটি ঃ ১৫ মার্চের মধ্যে কারিগরী কমিটি/বাছাই কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

৯. উপজেলা/জেলা/কারিগরী/বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা

৯.১ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য/প্রমানাদি মিথ্যা/ভূয়া প্রমাণিত হলে কমিটি যথাযথ অনুসন্ধানের পর পদক ও প্রশংসাপত্র প্রত্যাহার করাসহ উক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৯.২ করিগরি কমিটি/ বাছাই কমিটি প্রয়োজনে পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা পূণর্মূল্যায়ন, সংশোধন, সঙযোজন এবং বিয়োজনের জন্য পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

৯.৩ কারিগরী কমিটি/বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্রস্ত্রবসমূহ পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তথ্যাদি যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনে কারিগরী কমিটি এ বিষয়ে কর্মকর্তা মনোনীত করে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের পরে প্রার্থীদের প্রস্তাব পুরস্কার নির্বাচনের জন্য জাতীয় কমিটিতে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. "জাতীয় মৎস্য পুরস্কার" পদকের প্রকৃতি ও নক্সার বিবরণ

পদকের সম্মুখভাগের উপর পুরস্কারের নাম, মধ্যাংশে জাতীয় প্রতীক এবং নীচে বাংলাদেশ লেখা থাকবে। পিছনের অংশের উপর মাছের প্রতীক, নীচে বামে খ্রীষ্টাব্দ ও ডানে বঙ্গাব্দ, এর ঠিক নীচে পুরস্কার প্রাপকের নাম এবং তার ঠিক নীচে পুরস্কারের ক্ষেত্র লেখা থাকবে।

"জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পুরস্কার" সংক্রান্ত নিয়মাবলী

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে শ্রেষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পূর্বে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে পুরস্কার দেয়া হবে।

মনোনয়কারী কর্তৃপক্ষ

১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উপজেলা ও জেলা কমিটি।

২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরাসরি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

৩. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/সমগ্র কর্মজীবনের অবদানের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত মাননীয় ব্যক্তিগণ মনোনয়ন প্রস্তাব কারিগরী কমিটিতে প্রেরণ করতে পারবেন;

১. মাননীয় সংসদ সদস্য

২. মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩ টি পার্বত্য জেলার জন্য)

৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

৪. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রধান (নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য)

মনোনয়ন দাখিল

১. নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মনোনয়নসমূহ উপজেলা কমিটির দুই জন সদস্য সরেজমিনে তদন্তসহ যাচাই-বাছাই পূর্বক জেলা কমিটির মাধ্যমে কারিগরী/বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

২. মনোনীত ব্যক্তির দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ সত্যায়িত ছবি দিতে হবে।

৩. টাইপ করে ফর্ম পূরণ করতে হবে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ লাগানো যাবে।

মনোনয়ন ফর্ম প্রাপ্তি স্থান

পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় এবং মৎস্য বিষয়ক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নোটিশবোর্ডে প্রচার করা হবে। নিম্নোক্ত দপ্তরসমূহ হতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবেঃ

১. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়।

২. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর

৩. মৎস্য বিষয়ক সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার সদর দপ্তর

৪. বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্যের কার্যালয়

5. Website : www.fisheries.gov.bd

এ. এম. সাইফুল হাসান
উপ-সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার